CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

SUZY news

বর্ষ ২ সংখ্যা ২ নভেম্বর ২০০৫

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিঙ্ক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্প-এর নিউজলেটার

সুপ্রিয় পাঠক,

'সুজি নিউজ'– আইসিডিডিআর,বি-র জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন প্রকল্প, সুজি প্রজেক্ট-এর একটি সৃজনশীল পদক্ষেপ যার মাধ্যমে আগ্রহী জনসাধারণকে এই প্রজেক্ট-এর কর্মকাণ্ড, এর ব্যাপ্তিবর্ধন প্রক্রিয়া এবং প্রজেক্ট-সংক্রান্ত গবেষণার বিভিন্ন দিক অবহিত করা হয়। আমরা চাই শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার উপাকারিতা সম্পর্কে জনগণ অবগত হোন।

সুজি নিউজ-এর গত সংখ্যা প্রকাশের পর এপ্রিল, ২০০৫-এ, এই প্রজেক্ট সফলভাবে 'জিংক চিকিৎসাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া'- শিরোনামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে।

সম্মেলনটি যৌথভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আইসিডিডিআর,বি আয়োজন করে। দুই দিনের এই সম্মেলনে প্রায় ২৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা; ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি; সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, বারগেন বিশ্ববিদ্যালয়সহ আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন ও বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিসহ নেপাল, তানজানিয়া এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ

জিংক চিকিৎসাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া: দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০০৫

অংশগ্রহণের পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতার কথা সম্মেলনে ব্যক্ত করেন। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও সম্মেলনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

(২য় পৃষ্ঠার ১-এর কলাম)

৩য় আন্তর্জাতিক জিংক সম্মেলন

তারিখ: ২৪-২৫ এপ্রিল ২০০৬
স্থান: সাসাকাওয়া অডিটরিয়াম
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
ঢাকা, বাংলাদেশ

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আগামী ২৪-২৫ এপ্রিল ২০০৬, সুজি প্রকল্পের তৃতীয় আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের সুজি এবং অন্যান্য প্রকল্পের গবেষণাসমূহের তথ্য উপস্থাপিত হবে। দেশী ও আন্তর্জাতিক অতিথি বক্তাগণ তাদের অর্জন এবং নিজ নিজ দেশে জিংক চিকিৎসা-সংক্রান্ত কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের নিকট তুলে ধরবেন।

আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠানকে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণে আগ্রহীদের তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির ২০০৬-এর মধ্যে গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ পাঠানোর জন্যও আপনাদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আপনি যদি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে ৩০ মার্চ ২০০৬-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ই-মেইল অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে আপনার নাম তালিকাভুক্ত করুন:

সুমনা লিজা
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ই-মেইল: s_liza@icddrb.org
ফ্যাক্স: +(৮৮০২) ৮৮১১৫৬৮

সুজি প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বর্তমান অবস্থা

বহু বছরের গবেষণার পর আইসিডিডিআর,বি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের কার্যকারিতা এবং উপকারিতা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সময় এসেছে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার অর্থাৎ জিংক চিকিৎসা সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার। এ লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা ছাড়াও আরও যেসব কার্য সমাধানে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে হবে তাহলো– জিংক ট্যাবলেট উৎপাদন, অভিভাবক এবং সেবাদানকারীদের কাছে জিংক চিকিৎসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত কর্ম-কৌশল প্রণয়ন এবং সুপরিকল্পিত বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। অধিকন্তু নিউমোনিয়া চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের ভাল ফল পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, নিউমোনিয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুমৃত্যুর প্রধানতম কারণসমূহের অন্যতম। তাই বিশ্ব জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে জিংক চিকিৎসার প্রভূত সম্ভাবনা বিদ্যমান। আইসিডিডিআর,বি সুজি প্রজেক্ট-এর মূল উদ্দেশ্য হলো– বাংলাদেশে এমন একটি জিংক চিকিৎসা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যা সব শিশুদের কাছে পৌঁছাবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে দরিদ্র এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের, যাদের জন্য এই চিকিৎসা খুবই প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সুজি টিম দু'টি কমিটি গঠন করেছে: ১) স্বাস্থ্য সচিবকে প্রধান করে 'স্টিয়ারিং কমিটি' এবং ২) যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) কে প্রধান করে 'পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি'। নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফলপ্রসু প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে এই কমিটি দু'টি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের জন্য শিশু চিকিৎসকদের এবং স্কেলিং-আপ কার্যক্রম সুসংহত করণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট রাখার সুপারিশ করে।

(২য় পৃষ্ঠার ১ম কলাম)

(১ম পৃষ্ঠার ১ম কলামের পর)

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রতিদিন প্ল্যানারি ও কর্মশালা– এই দু'টি অধিবেশনে ভাগ করা হয়েছিলো। আমরা আমাদের ওয়েবপেজে এই সম্মেলনের সব উপস্থাপনা এবং কর্মশালার একটি সারাংশ প্রদর্শন করেছি যা আপনারা http://www.icddrb.org/activity/index.jsp?activityObjectID=1398-এ দেখতে পাবেন।

আপনারা আমাদের 'সুজি নিউজ'-এর এ সংখ্যায় আরও যেসব বিষয়ে জানতে পারবেন তাহলো– আমাদের নতুন সঙ্গী এক্মি ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরিজ সম্পর্কিত তথ্য এবং ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার একটি সারাংশ। এ সংখ্যায় আরো থাকছে– আমাদের প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার ওপর একটি প্রতিবেদন।

আরও তথ্য জানতে চাইলে আমাদের হোমপেজ দেখুন http://www.icddrb.org/activity/SUZY-এই ঠিকানায়। ওয়েবপেজে আমাদের গবেষণা কার্যক্রম-সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা, সুজি নিউজ এবং ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আশা করছি 'সুজি নিউজ'-এর এই সংখ্যাটিও আপনারা উপভোগ করবেন।

সম্পাদক

সুজি নিউজ

(১ম পৃষ্ঠার ৩য় কলামের পর)

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে উন্নততর করার লক্ষ্যে সুজি টিম শিশু চিকিৎসকদের নিয়ে কয়েকটি সভা (বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতির সাথে ৩ দিনের কর্মশালা এবং ১টি সভা) এবং দেশের সকল সিভিল সার্জন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করে। সুপারিশ অনুযায়ী সরকার জিংক চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা/চিকিৎসার নির্দেশিকা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, ২০০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি জিংক চিকিৎসা অনুমোদন করেছে।

বর্তমানে একটি মাত্র কোম্পানি (ফ্রান্সের নিউট্রিসেট লিঃ) পানিতে দ্রবণীয়, যথাযথ গুণগত মানসম্পন্ন জিংক ট্যাবলেট উৎপাদন করে যা দেশব্যাপি স্কেল-আপ করার জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এ বছরের ২০ জুলাই আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশের জন্য পেটেন্ট লাইসেন্স ক্রয়ের লক্ষ্যে নিউট্রিসেটের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে আইসিডিডিআর,বি-র সাথে চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশের যেকোনো কোম্পানিকে ট্যাবলেট উৎপাদনের প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যাবে। ২০০৫ সালের বসন্তকালে আইসিডিডিআর,বি এই প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে এক্মি ল্যাবরেটরিজ-এর সাথে বিস্তারিত আলাপ করে। ইতোপূর্বে এক্মি ল্যাবরেটরিজ নিউট্রিসেটকর্তৃক পরিদর্শিত হয়েছে এবং পানিতে দ্রবণীয় জিংক ট্যাবলেট উৎপাদন এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের প্রয়োজনীয় সামর্থ তাদের আছে বলে বিবেচিত হয়েছে। আইসিডিডিআর,বি-র সাথে একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে এক্মি এই কাজের অংশিদারিত্বে আসতে সম্মত হয়েছে। আইসিডিডিআর,বি (স্থানীয় কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে উপচুক্তির মাধ্যমে) গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা সংক্রান্ত প্রস্তুতি/অর্থ সংস্থানের দায়িত্ব নেবে, অন্যদিকে এক্মি তার ৯০.০০০ সনদপ্রাপ্ত এবং সনদবিহীন সেবাদানকারীর সমন্বয়ে পরিচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ-পণ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করবে। এই পরিকল্পনায় ফ্রান্স থেকে জিংক ব্লিষ্টার প্যাকেট আমদানী করার দরকার হবে না।

২০০৫ সালের ১০ জুলাই এক্মি বাংলাদেশে জিংক ট্যাবলেট উৎপাদনের জন্য ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করেছে। এক্মি পানিতে দ্রবণীয় জিংক ট্যাবলেট সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ মূল্যে (প্রতি প্যাকেট ২৫ সেন্টেরও কম) পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ধারাবাহিকভাবে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও প্যাকেটজাতকরণ নিশ্চিত করবে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজটি ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং তাহলে জিংক চিকিৎসা রোল-আউট (বিস্তৃতকরণ) কার্যক্রম ২০০৬ সালের এপ্রিল/মে মাসে শুরু হয়ে যাবে। আমরা স্থানীয় উৎপাদনকারীর (এক্মি ফার্মাসিউটিক্যালস্) কাছ থেকে উৎপাদিত জিংক ট্যাবলেট ক্রয় করে সরকারি সেক্টরে বিতরণ করবো।

জিংক স্কেলিং-আপের লক্ষ্যে প্রণীত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের কতিপয় ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কতিপয় এখনও চলছে। গবেষণার বিষয়গুলি হচ্ছে ইম্মিউনোলোজিক্যাল অ্যান্ড ক্লিনিকাল রেসপন্সেস অব জিংক, জিংক অ্যান্ড নিউমোনিয়া, ইফিকেসি অব সর্ট কোর্স জিংক থেরাপি, দা ইমপ্লিমেন্টেসন অব জিংক ট্রিটমেন্ট ইন কমপ্লেক্স ইমার্জেন্সি সেটিংস, সাইডইফেক্ট অ্যান্ড সেফটি, একসেপটেবিলিটি অ্যান্ড এডহেরেন্স, প্রোভাইডার্স প্র্যাকটিস অ্যান্ড সোশাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিজ, ইত্যাদি। গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য http://www.icddrb.org/activity/index.jsp?activityObjectID=555-এই ওয়েব সাইট দেখুন। ইনিস্টিটিউট অব চাইল্ড অ্যান্ড মাদার হেলথ (আইসিএমএইচ)-এর সাথে এই প্রজেক্টের নিবিড় অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায় জিংক চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত একটি অধিকতর নিরাপত্তা গবেষণা এবং একটি গভীর পর্যবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শেষোক্ত কার্যক্রমে জিংক-এর স্তর পরিমাপের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা বস্তি এলাকায় আগে কখনও করা হয় নি। ঢাকা শিশু হাসপাতালের বিজ্ঞানীরাও সুজি প্রজেক্টের সাথে যৌথ গবেষণায় অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। কেনিয়ার গ্রামাঞ্চলে জিংক চিকিৎসার কার্যকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে জিংকের প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে জিংক স্কেল-আপ কাজের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে। এ কাজটি আইসিডিডিআর,বি, সিডিসি এবং কেনিয়ান মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে করবে।

প্রজেক্টের প্রশিক্ষণ টিম বর্তমানে প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়নে ব্যস্ত রয়েছে। জিংক বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রশিক্ষণে এই নির্দেশিকাগুলি সাহায্য করবে। এখানে উল্লেখ করা ভালো যে, বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জিংক বিতরণ এবং জিংক চিকিৎসা প্রটোকল অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এনএসডিপি-র সেবাদানকারী এবং সুপারভাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের নেতৃস্থানীয় শিশু চিকিৎসকদের বিভিন্ন প্রকার সুপারিশও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন।

প্রজেক্ট-এর তথ্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানে (স্টেকহোল্ডার) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সচেতনতার প্রসার ঘটে, কলা-কৌশলে তাদের প্রবেশাধিকার থাকে এবং সুজি প্রজেক্ট যেন তাদের অবদান আত্মস্থ করতে পারে। ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক ব্যবহার কার্যক্রম স্কেল-আপের পথ-প্রদর্শক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের অবগত করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে উপস্থাপনাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জুন মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে জিংক কোলাবরেটিভ গ্রুপ, অক্টোবর মাসে কানাডিয়ান কনফারেন্স অব ইন্টারন্যাশনাল হেলথ এবং নভেম্বর মাসে পেরুতে জিংক সিম্পোজিয়াম। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ২টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন (কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩য় সম্মেলনটি ২০০৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনসমূহে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীগণ এবং সংস্থাসমূহ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ফলাফল অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন। প্রজেক্ট-এর অগ্রগতি এবং অন্যান্য তথ্য ছড়িয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলাম)

দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড-এর পরিচিতি

একমি ল্যাবরেটরিজ লিঃ-এর ইতিহাসের শুরু সেই ১৯৫৪ সালে যখন এটি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে একটি নৈতিকতা সম্মত ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। প্রাথমিকভাবে

একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড-এর ভবন

এ প্রতিষ্ঠান মাঝারি ধরনের সামান্য কয়েকটি তরল ওষুধ প্রস্তুত শুরু করে। কোম্পানি প্রাথমিক বছরগুলি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে। কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৬ সালে এটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। ওই বছরই বিশাল আয়তনের জায়গা নিয়ে ঢাকাস্থ ধামরাই এলাকায় একমি তার বর্তমান কার্যক্রম শুরু করে।

একমি সব সময় তার উৎপাদন ও সুযোগ বৃদ্ধির করার সাথে সাথে লোকবল বৃদ্ধি এবং বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়– দেশের প্রায় ৩০০ ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠাগুলির সর্বোচ্চ দু'টির মধ্যে এর অবস্থান। এ কোম্পানির বাৎসারিক লেনদেন প্রায় ৫০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার।

একমি-র অন্যতম লক্ষ্য হলো– সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন করা। পণ্যের উচ্চ গুণগত মান অর্জন এবং ক্রেতাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একমি পণ্যের সার্বিক গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করে, যা জনগণের প্রতি একমি-র ঘোষিত দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। পণ্যের উচ্চ গুণগত মান এবং উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ একমি ১৯৯৯ সালের ৪ জুন ISO 9001:2000 সনদ লাভ করে এবং উক্ত মান বজায় রাখতে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত উৎপাদন রীতি (জিএমপি) অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে– বিভিন্ন পন্থায় দুষণ, বায়ু সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ, পার্টিকেল মুক্ত উৎপাদন, যন্ত্রপাতির বিন্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নিরাপদ উৎপাদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার ওপর যথাযথ মনযোগ দেওয়া হয়েছে।

একমি-র ক্রম সাফল্যের দীর্ঘ ইতিহাস। দীর্ঘ ৫০ বছরের অধিককাল ধরে একমি সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রস্তুত ও বাজারজাত করে আসছে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীর মাত্রার ওপর একমির বিশাল বিস্তার। মূলত একমি-র রোগ নিরাময়ের সকল শ্রেণীর ওষুধ উৎপাদন করে থাকে। মনুষ্য এবং পশুসম্পদ বিষয়ের নানা ধরনের ওষুধ একমি উৎপাদন করে থাকে। যেমন– ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইনজেকশন, ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট, মিটার ডোজ ইনহেলার, ড্রাই পাউডার ইনহেলার এবং সাপোজিটর। বর্তমানে একমি-র রয়েছে ২৭২ ধরনের উৎপাদিত পণ্য।

কোনো ওষুধ কোম্পানির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সারা বছর ধরে এর প্রত্যেকটি পণ্য সম্পর্কে গবেষণা করা এবং এর উন্নতি সাধন করা যাতে করে কোম্পানি সাফল্য লাভ করতে পারে। শুরু থেকেই একমি এ-ধরনের প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে নতুন ও কার্যকরী ওষুধ এর প্রচলন করে

অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে আছে। একমি মনে করে যে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসার ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক ধারায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি প্রগতিশীল উদ্যোগ।

একমি তার পণ্য-সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিপণন কার্যক্রম-সংক্রান্ত যোগাযোগ জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে একমি তার উৎপাদিত ওষুধ দক্ষিণ-এশিয়া, মধ্য-এশিয়া এবং আফ্রিকাসহ ১৬টি দেশে রপ্তানি করে আসছে এবং পণ্যের উন্নতমান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

আইসিডিডিআর,বি-র সুজি প্রজেক্ট-এর অংশীদার হিসেবে একমি ২০ মিলিগ্রাম জিংক ডিসপারসেব্‌ল ট্যাবলেট পর্যাপ্ত পরিমাণে, ধারাবাহিকভাবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে (প্রতি প্যাকেট ২৫ আমেরিকান সেন্টের কম) স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, কম্প্রেশন, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। নিউট্রিসেট-এর কাছ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর এই কার্যকম শুরু হবে।

ইতোমধ্যে, ১০ জুলাই ২০০৫, একমি ওষুধ প্রশাসন-এর কাছ থেকে বাংলাদেশে 'বেবি জিংক' নামে জিংক ট্যাবলেট উৎপাদনের অনুমতি লাভ করেছে।

আশা করা যাচ্ছে আগামী ২০০৬ সালের এপ্রিল/মে মাসে জিংক ট্যাবলেটের এর যাত্রা শুরু করা যাবে। একমি দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সরকারি সেক্টরে প্রয়োজন অনুযায়ী জিংক ব্লিস্টার ট্যাবলেট সরবরাহ করবে।

(২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলামের পর)

দেওয়ার জন্য অনেক কর্মশালা, সেমিনার, টেকনিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের সভা এবং প্রজেক্ট-এর পরামর্শক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সুজি প্রজেক্ট সম্বন্ধে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানানোর জন্য 'সুজি নিউজ' নামে একটি পত্রিকা বছরে দু'বার প্রকাশিত হচ্ছে। প্রজেক্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমরা প্রজেক্টের একটি ওয়েব সাইটও চালু করেছি, যার ঠিকানা http://www.icddrb.org/activity/SUZY। এই ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

এ-পর্যন্ত জিংক ট্যাবলেট প্রস্তুতকরণ ও প্রচার কার্যক্রম নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রজেক্ট উল্লেখযোগ্য বিলম্বের সম্মুখিন হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে জিংক চিকিৎসা বিস্তৃতকরণ কার্যক্রম চালু করার আসল কাজটিও বিলম্বিত হয়ে পড়ে। প্রজেক্টের অন্যান্য সব কার্যক্রম কর্মসূচি অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে কেনিয়ায় প্রস্তাবিত গবেষণাটি। এই প্রস্তাবিত গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত পর্যালোচনার জন্য বর্তমানে কেনিয়ান মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং আমেরিকাস্থ সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এ প্রক্রিয়াধীন আছে। সর্বোপরি প্রজেক্ট-এর গবেষণা, তথ্য প্রচার এবং প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সারমর্ম

গত ১৭-১৮ এপ্রিল ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত 'জিংক চিকিৎসাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া'-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অংশ হিসেবে পাঁচটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থা ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহের বিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ, সেই সাথে বাংলাদেশের সরকারি ও ব্যক্তিখাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁরা জিংক-এর সমর্থনে নানাবিধ বিষয় উত্থাপন করেন।

২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি কর্মশালা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং সুজি প্রজেক্ট-এর প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত 'সরকারি বিভাগে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক-এর ব্যবহার' বিষয়ক একটি কর্মশালায় বাংলাদেশে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা খাতে সর্বোত্তম কোন পন্থায় জিংক চিকিৎসার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটানো যায় তা নির্ধারণের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ডায়রিয়ায় চিকিৎসায় জিংক ব্যবহার বিষয়ক একটি নীতিমালা (পলিসি) তৈরি করতে হবে। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাও অনুভূত হয় যে জিংক-কে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, গাইডলাইন এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী উপযোগী করা এবং শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসা কার্যক্রমটি আইএমসিআই কার্যক্রমের সাথে একীভূত করা প্রয়োজন।

খাবার স্যালাইনের সঙ্গে জিংক মিশালে তা কতটা ফলদায়ক হবে এ-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে 'জিংক-খাবার স্যালাইন' বিয়ষক কর্মশালায় আলোচনা হয়। আলোচনার প্রধান বিষয় হলো– জিংক চিকিৎসার সঙ্গে একমত পোষণ করা। জিংক চিকিৎসা ১০ থেকে ১৪ দিন চালিয়ে যেতে হয়। দুই-তিন দিনের জন্য জিংক চিকিৎসা ডায়রিয়া প্রতিরোধে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে না, যা খাবার স্যালাইনের সাধারণ সময়সীমা। খাবার স্যালাইনের সাথে জিংক মিশিয়ে একটি একক দ্রবণ প্রস্তুত না করার পক্ষে দলটি ঐকমত্য পোষণ করে।

'জিংক কীভাবে কাজ করে? – জিংক-এর রোগ-প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক' নামক কর্মশালায় জিংক রোগ প্রতিরোধী হিসেবে কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাহলো– বিভিন্ন প্রকার টিকার কার্যকারীতার ওপর জিংক-এর প্রভাব, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব এবং স্বল্প-সময়ব্যাপী প্রয়োগকৃত জিংক চিকিৎসা কীভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় সে সংক্রান্ত বর্তমান ভাবনা।

'নিউমোনিয়া চিকিৎসায় জিংক-এর প্রভাব' বিষয়ক কর্মশালাটি শুরু হয় নিউমোনিয়া চিকিৎসার সম্পূরক হিসেবে জিংক-এর প্রভাব-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা দিয়ে এবং পর্যায়ক্রমে নিউমোনিয়া চিকিৎসায় বর্তমানে জিংক সুপারিশ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচনায় এ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, গবেষণাসমূহে (নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীদের) পুষ্টির অবস্থা ও নিউমোনিয়ার তীব্রতা-সংক্রান্ত তথ্যের পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের অভাব রয়েছে যার প্রভাব জিংক-এর সাহায্যে নিউমোনিয়া প্রতিরোধ ও চিকিৎসা– উভয়ের ওপর থাকতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক নিউমোনিয়ার কেস ডেফিনিশন খুবই সেনসেটিভ এবং স্পেসিফিসিটিও কম পরিলক্ষিত হয়েছে, আর তাই পূর্বের গবেষণার ফলাফলসমূহ ব্যাখ্যা করা কঠিন। ভবিষ্যৎ গবেষণায় নিউমোনিয়ার আরো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োগ করা হলে নিউমোনিয়া ব্যবস্থাপনায় জিংক-এর প্রকৃত প্রভাব নিরূপণে সহায়ক হতে পারে।

সকলে ঐকমত্যে পৌঁছান যে, নিউমোনিয়া ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতিমালায় জিংক অন্তর্ভুক্তকরণের সুপারিশ করার আগে এর কার্যকারীতা-সংক্রান্ত আরও গবেষণার কার্য চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

'খাদ্যভিত্তিক জিংক সম্পুরক'– এই কর্মশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো বাংলাদেশে জিংক-এর ঘাটতি কীভাবে কমানো যায়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয় যা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সম্মিলিতভাবে অবদান রাখছে। সবাই একমত হন যে, খাদ্যে সম্পুরক হিসেবে জিংক ব্যবহারের জন্য এমন একটি খাদ্যদ্রব্য বেছে নিতে হবে যার সাথে জাতীয় পর্যায়ে জিংক মিশিয়ে এর খাদ্যমান বাড়ানো সম্ভব এবং প্রাক-স্কুলগামী বয়সের শিশুসহ সব-বয়সী মানুষের কাছে তা পৌঁছানো যায়।

যোগাযোগ

এই নিউজলেটার সম্বন্ধে অথবা সুজি প্রকল্প-এর বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সুমনা লিজা
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার
সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেল্‌থ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২
বাংলাদেশ

ই-মেইল: s_liza@icddrb.org
ফোন: (8802) 881 1751-60 (Extn. 2539)
ফ্যাক্স: (8802) 881 1568

অথবা

আমাদের ওয়েবপেজ দেখুন এই ঠিকানায়:
http://www.icddrb.org/activity/SUZY

পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মো: মাহ্‌বুব-উল-আলম